''মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন অনাথদের সনাথ বানানোর জন্য, সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য''

*প্রশ্নঃ - প্রতি কল্পে বাবা তাঁর বাচ্চাদের কি ধৈর্য দেন ?

*উত্তরঃ - মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা চিন্তামুক্ত হও, বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা এবং সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করা আমার কাজ। একমাত্র বাচ্চারা তোমাদের রাবণরাজ্য থেকে মুক্ত করে রামরাজ্যে নিয়ে যেতে এসেছি। বাচ্চারা তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো আমার কর্তব্য।

*গীতঃ- ছেড়ে দাও আকাশ সিংহাসন / ধরনীর মাঝে তুমি এসো হে....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনলো। বাচ্চারা নিজেদের পরমপ্রিয় পরমাত্মাকে স্মরণ করে যে - পুনরায় এসো, কারণ মায়ার ছায়া পড়েছে অর্থাৎ রাবণরাজ্য হয়ে গেছে। সকলেই দুঃখী। তারা বলে আমরা সবাই হলাম পতিত। বাবা বলেন, আমি প্রতি কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। আমি ৫ হাজার বছর আগে এসেছিলাম, আবার কল্পের সঙ্গমযুগে এসেছি। বাবা এসে ধৈর্য দেন বাচ্চারা চিন্তামুক্ত হও, এটা একমাত্র আমার পার্ট। বাচ্চারা বলে, বাবা এসো এবং এসে পুনরায় আমাদের রাজযোগ শেখাও। পতিত দুনিয়াকে এসে পবিত্র করো। এই সময়ে সবাই হলো অনাথ। অনাথ তাদের বলা হয় যাদের মা-বাবা থাকে না। তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি করতে থাকে। সবাই খুব দুঃখী। সারা দুনিয়ায় অশান্তি রয়েছে তাই তিনি বাচ্চাদের দুঃখ থেকে পার করে অর্থাৎ রাবণরাজ্য থেকে মুক্ত করে রামরাজ্য, সুখধামে নিয়ে যেতে এসেছেন। বাবা বলেন এটা হলো আমার কর্তব্য। সারা বিশ্বের অর্থাৎ সমস্ত আত্মাদের পিতা হলেন এক। সবাই বলে, হে অসীম জগতের পিতা ! তুমি এখন তোমার সিংহাসন ত্যাগ করে উপর থেকে নেমে এসেছ। তিনি ব্রহ্ম মহাতত্বে থাকেন তাই না ! এখানে জীব আত্মারা রয়েছে। ওখানে হলো আত্মাদের স্থান যাকে ব্রহ্মান্ডও বলা হয়। বাবা বাচ্চাদের বোঝান এটা হলো সুখ-দুঃখের নাটক। তারা আহবান করছে হে পরমপিতা পরমাত্মা, কারণ তারা দুঃখী। এই গীতও এর উপরেই রয়েছে। বাচ্চারা কি ভুল করেছে ? তারা বাবাকে ভুলে গেছে। গীতার ভগবান, যিনি সহজ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, অনাথদের সনাথ বানিয়েছিলেন, তারা তাঁকেই জানে না। গায়ন করা হয় - হে প্রভু, যিনি অনাথদের সনাথ বানান। ভারতকেই অনাথ থেকে সনাথ বানান। ভারতই সনাথ, সর্বদা সুখী ছিল ; পবিত্রতা, শান্তি, সুখ-সমৃদ্ধি ছিল। গৃহস্থ আশ্রম ছিল। ভারত মহান ও পবিত্র ছিল। গায়ন করা হয় ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী... এখানে তো সবাই অনাথ হয়ে গেছে। ওরা জানেই না - হিংসা কী, অহিংসা কী। ওরা গো হত্যাকে হিংসা মনে করে। বাবা বলেন, একে অপরের ওপর কামের তরবারি চালানো মানেই হিংসা। রাবণের প্রবেশ হওয়ার কারণে সবাই পতিত হয়ে গেছে। বাবা বলেন নম্বর ওয়ান শত্রু হলো দেহ-অভিমান। তারপরে কাম, ক্রোধ এই ৫ বিকার হলো তোমাদের শত্রু, যা তোমাদের অনাথ বানিয়ে দিয়েছে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন হে ভারতবাসী বাচ্চারা, তোমাদের কি মনে আছে সত্যযুগে তোমরা সনাথ ছিলে তো কত সুখী ছিলে ! এখানে কেউ শরীর ত্যাগ করলে লোকে বলে - স্বর্গে গেছে। নরক থেকে গেছে না ! তাই বোঝানো উচিত যে ভারত হলো এই সময়ে নরক, একে চরম নরক বলা হয়। গরুড় পুরাণে গল্প আছে। এই রকম কোনো নদী নেই, বিষের সাগরে শ্বাসরোধ করতে থাকে সবাই। তারা একে অপরকে কামড়াতে থাকে এবং দুঃখী করতে থাকে। বাবা এসে বোঝান এই সুখ-দুঃখের ড্রামা আগে থেকেই তৈরি রয়েছে। বাকি এরকম নয় যে এই মুহূর্তে নরক, এই মুহূর্তে স্বর্গ ! যাদের কাছে প্রচুর ধন-সম্পদ আছে তারাই স্বর্গে রয়েছে। না, ধনী ব্যক্তিরাও অনেক দুঃখী হয়। এই সময়ে সারা দুনিয়া হলো দুঃখী। বাবা বোঝান তোমাদের প্রভু হলো মাতা-পিতা, যাঁর জন্য তোমরা গায়ন করো, তুমি মাতা পিতা... মানুষ তো কিছুই জানে না, লক্ষ্মী-নারায়ণের সামনেও এই গান গায় - তুমি মাতা পিতা... এমনকি রাধা-কৃষ্ণের সামনেও গান করে তুমি মাতা পিতা...কারণ তারা বাবাকে জানে না। তারা সৃষ্টিকর্তা বাবা এবং তাঁর সৃষ্টিকে জানে না। এটা হলো সৃষ্টির চক্র, এটাকে মায়ার চক্র বলা হবে না। ৫ বিকারকে মায়া বলা হয়। ধনকে সম্পত্তি বলা হয়। সম্পত্তিবান ভব ! আয়ুষ্মান ভব ! পুত্রবান ভব ! এই আশীর্বাদ একমাত্র বাবা দেন। এছাড়া সবাই হলো ভক্তি মার্গের গুরু। জ্ঞানের সাগর কেবল একজন, যাঁর জন্য গায়ন করা হয়। তারা গীতা বর্ণনা করে এবং তারপর বলে, এগুলি ভগবান শ্রী কৃষ্ণের সংস্করণ। আরে, কৃষ্ণ কীভাবে ভগবান হতে পারেন ! তারা তো উপরে একজনকে আহবান করছে যে, তুমি রূপ পরিবর্তন করে এসো। তোমরা আত্মারাও রূপ পরিবর্তন করো। বাবাও মানুষের তনেই আসবেন তাই না ! ষাঁড়ের মধ্যে তো আসবেন না। তোমরা বলো, বাবা তুমিও আমাদের মতো রূপ পরিবর্তন করে মানুষের তনে এসো। তিনি বলেন আমি ষাঁড় অথবা কচ্ছপ,

মৎসের মধ্যে আসি না। সর্বপ্রথম, মানব জগৎ সৃষ্টি হয়েছে প্রজাপিতা ব্রহ্মার মাধ্যমে। তাই পিতা হলেন দু'জন -- একজন হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব, যাঁকে তোমরা বলো - হে পিতা এসো, যিনি অনাথদের সনাথ বানান। তারপর গান করে, জ্ঞান সূর্য উদিত হয়,তিমির অন্ধকারের বিনাশ হয়... জ্ঞান সূর্য হলেন বাবা-ই, যিনি সর্বোচ্চ। এই খেলাকেও বুঝতে হবে তাই না ! ভারতকে নিয়েই এই খেলা রয়েছে। বাকি সব হল বাই-প্লট। ভারতের দেবী-দেবতা ধর্ম হলো শ্রেষ্ঠ নম্বর ওয়ান। দৈব ধর্ম এবং দৈব কর্ম শ্রেষ্ঠ ছিল। এখন তারা ধর্ম এবং কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

বাবা বোঝান চারটি ধর্ম হলো মুখ্য, সবার প্রথমে হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। সত্যযুগ স্থাপনের কর্তব্য একমাত্র বাবা-ই করবেন তাই না। তিনি হলেন হেভেনলি গড ফাদার। বাবা বলেন আমি একবারই আসি কল্পের সঙ্গমযুগে। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা সনাথ হচ্ছি। একমাত্র বাবা অনাথদের সনাথ বানান। মানুষ তো মানুষকে অল্পকালের জন্যই সুখ দিতে পারে। এটা হলো দুঃখের দুনিয়া, দুঃখে কান্নাকাটি করতে থাকে। ভারত সুখধাম ছিল, এখন দুঃখধাম। তিনি শান্তিধাম থেকে এসেছেন, এখন নাটক শেষ হচ্ছে। এই বস্ত্র পুরানো হয়ে গেছে, ঘর-পরিবারে থেকেও পবিত্র থাকতে হবে। আমি তোমাদের বাবা, পবিত্র হেভেন স্থাপন করতে এসেছি। আগে পবিত্র ছিল, এখন অপবিত্র। অর্ধেক কল্প হলো রামরাজ্য এবং অর্ধেক কল্প রাবণরাজ্য। এখন তোমরা ঈশ্বরের কোলে রয়েছো। এটা হলো ঈশ্বরীয় ফ্যামিলি। দাদা (গ্র্যান্ড ফাদার) হলেন শিববাবা, প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন বাবা। এটাই হলো রিয়েলিটি। তোমরা জানো নিরাকার বাবা প্রবেশ করেছেন, মনুষ্য তনে এসেছেন। সেই বাবা বসে আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁকে আধ্যাত্মিক সার্জেন বলা হয়। তিনি আত্মাদের ইনজেকশন দেন। তারা বলে আত্মা কর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত, কিন্তু আত্মা কীভাবে কর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে ? আত্মার মধ্যেই সংস্কার থাকে, সেই অনুসারে জন্ম নেয়। এখন তোমরা বাচ্চারা পরমপিতা পরমাত্মাকে জানো। সবাই তাঁকেই স্মরণ করে, হে পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা তুমি হলে এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ পিতা। তুমি চৈতন্য এবং জ্ঞানের সাগর। সমস্ত নলেজ আত্মার মধ্যেই আছে। তারপর সংস্কার অনুসারে পড়ার মাধ্যমে তোমরা গিয়ে রাজা হও। বাবার মধ্যেও জ্ঞানের সংস্কার আছে তাই না। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্ত'র জ্ঞান আছে। তিনি তোমাদেরকেও ত্রিকালদর্শী বানান। তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা মূলবতন থেকে আসি। ব্রহ্মাকে পরমাত্মা বলা যেতে পারে না। বাবা এসে যে নলেজ শোনান তার নাম হলো গীতা। বাবা-ই এসে রাজত্ব স্থাপন করেন। আর কেউ রাজত্ব স্থাপন করে না। এখন রাজত্ব স্থাপন হতে চলেছে তাই পবিত্র হতে হবে। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের নলেজ প্রদান করে পবিত্র করে সনাথ বানান। ড্রামার কথাও কেউ জানে না। এটা হলো অনাদি অবিনাশী ড্রামা। সমস্ত আত্মাদের অবিনাশী পার্ট রয়েছে। পরমাত্মারও পার্ট রয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, শিব এত বড় লিঙ্গ নন। ওঁনাকে বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা। আত্মার রূপ কী ? স্টার, লাইট ; ভ্রুকুটির মধ্যভাগে জ্বল-জ্বল করে এক আজব নক্ষত্র....। এত ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে কত বড় পার্ট রয়েছে। ভক্তি মার্গে আমি তোমাদের কত সেবা করি ! এই সময়ে হলো ওয়ান্ডারফুল পার্ট। প্রতি কল্পে তোমাদের বাচ্চাদের পার্ট চলতে থাকে। অভিনেতারাও নাম্বার ওয়াইজ হয়। সবার প্রথমে হলেন বাবা। বাবার কাছে যে নলেজ আছে সবাইকে প্রদান করেন। বাবা বলেন বাচ্চারা, এই রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। এখন পুরুষার্থ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করো, যে আসন চাই নাও। পুরুষার্থ করতে হবে পুরস্কার প্রাপ্ত করার জন্য এবং অসীমের বাবার থেকে সীমাহীন সুখ নেওয়ার জন্য। জগৎ অম্বাকে বলা হয় জ্ঞানের দেবী। কোথা থেকে নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে ? ব্রহ্মার থেকে। ব্রহ্মাকে কে দিয়েছেন ? শিব পরমাত্মা। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীদের এই নলেজ প্রাপ্ত হচ্ছে, যারা ব্রাহ্মণরা পুনরায় এই যজ্ঞের নিমিত্ত হয়েছো। একে বলা হয় রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, যাতে এই সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। সমস্ত উৎসব হলো এই সঙ্গমযুগেরই। শিবের পরিবর্তে কৃষ্ণের রাত্রির কথা বলেছে, কৃষ্ণের জন্ম রাতের বেলায় দেখিয়েছে। তারা শিবরাত্রির অর্থ বোঝে না। কলিযুগ হলো রাত এবং সত্যযুগ হলো দিন। তিনি এসে রাত্রিকে পরিবর্তন করে দিন করেন, একে বলা হয় শিব জয়ন্তী। এটা হলো সীমাহীন রাত এবং দিন। এই শিবশক্তি সেনারা ভারতকে স্বর্গ তৈরী করবে। দেখো, কীভাবে গুপ্তভাবে লেখাপড়া করছো। তোমরা যোগবলের দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত করো। প্রাচীন রাজযোগ বিখ্যাত, যার মাধ্যমে বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। সবাই পবিত্র হয়ে যায়। এই নলেজ আত্মাই ধারণ করে। আত্মার জ্ঞানও কারও মধ্যে নেই। ওখানে আত্মার জ্ঞান থাকে। এছাড়া পরমাত্মা এবং সৃষ্টির জ্ঞান থাকে না। এই নলেজ কেবল তোমাদের ব্রাহ্মণদেরই আছে। তোমরা হলে সবচেয়ে উঁচু, যারা আধ্যাত্মিক সেবা করো। একজন মুসাফির (যাত্রী) আসেন তোমাদের সজনীদের সুন্দর বানানোর জন্য। একজন মুসাফির আর বাকি সবাই হলো সজনী। যারা প্রজা হবে বা মুক্তিধামে থাকবে তাদের অনেক বড় বরযাত্রী রয়েছে। সাজন আসেন - সবাইকে শৃঙ্গার (সুসজ্জিত) করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, সবাই মশার ঝাঁকের মতো ফিরে যাবে।

আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) লাইট হাউস হতে হবে। এক চোখে শান্তিধাম, অন্য চোখে সুখধাম থাকবে। এই দুঃখধামকে দেখেও দেখবে না।

২) বাবার সমান নলেজে সম্পূর্ণ হয়ে সীমাহীন সুখ নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। যে নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে তা অন্যদের দিতে হবে।

বরদানঃ- সর্ব প্রাপ্তির স্মৃতির দ্বারা উদাসীনতাকে তালাক দিয়ে খুশির ভান্ডারে পরিপূর্ণ ভব

সঙ্গমযুগে সমস্ত ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের বাবার দ্বারা খুশীর খাজানা প্রাপ্ত হয়, এইজন্য যা কিছুই হয়ে যাক - যদি শরীর ত্যাগও করতে হয় কিন্তু খুশীর খাজানাকে ছাড়বে না। সর্বদা সর্ব প্রাপ্তির স্মৃতিতে থাকবে তাহলে উদাসীনতা তালাক পেয়ে যাবে। ব্যবসায় যদি লোকসানও হয়ে যায় তবুও মনে যেন উদাসীনতার ঢেউ না আসে। কারণ অসীম প্রাপ্তির সামনে এটা কী আর বড় কথা ! যদি খুশি থাকে তাহলে সবকিছু আছে, খুশী না থাকলে কিছুই নেই।

স্লোগানঃ- মাস্টার দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তার পার্ট প্লে করার জন্য সর্ব প্রাপ্তির দ্বারা পরিপূর্ণ হও।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

ভগবানুবাচ - বাচ্চাদের প্রতি, বাচ্চারা এই গুরুর মত, শাস্ত্রের মত কোনোটাই আমার মত নয়। এরা তো কেবল আমার নাম করে মত দিয়ে থাকে। কিন্তু আমার মত তো আমি জানি। আমার সাথে কীভাবে মিলিত হতে পারবে তার খবরও আমিই এসে দিয়ে থাকি, তার আগে আমার অ্যাড্রেস কেউই জানে না। গীতাতে ভগবানুবাচ থাকলেও গীতা তো মানুষই শুনিয়েছে। ভগবান স্বয়ং হলেন জ্ঞানের সাগর, ভগবান যে মহাবাক্য শুনিয়েছেন তারই স্মরণিক হিসাবে গীতা বানানো হয়েছে। এইসব বিদ্বান, পন্ডিত, আচার্যরা বলেছে পরমাত্মা সংস্কৃত ভাষায় মহাবাক্য উচ্চারণ করেছেন, সংস্কৃত ভাষা না শিখতে পারলে পরমাত্মাকে পাওয়া যাবে না। এ তো আরোই উল্টো কর্ম কান্ডে মানুষকে ফাঁসিয়ে দেওয়া দেওয়া হয়েছে। বেদ, শাস্ত্র পড়ে যতটা সিঁড়ি চড়বে ঠিক তত সিঁড়িই আবার নামতে হবে। যেমন অর্জুন পড়েছিল, তাকে আবার ঠিক ততটাই ভুলতে হয়েছিল। ভগবানের পরিস্কার মহাবাক্য হল প্রতিটি শ্বাসে শ্বাসে আমাকে স্মরণ করো, এতে আর কোনো কিছু করবার প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এই জ্ঞান থাকে না ততক্ষণ পর্যন্ত ভক্তি মার্গ চলতে থাকে। কিন্তু জ্ঞানের প্রদীপ জেগে উঠলে সব কর্মকান্ড ছুটে যায়। কেননা কর্মকান্ড করতে করতে যদি শরীর ত্যাগ হয়ে যায় তবে লাভ কী হবে ? প্রালব্ধ তো তৈরী হল না। কর্ম বন্ধনের হিসাব-নিকাশের থেকে তো মুক্তি হল না। লোকে তো মনে করে মিথ্যা কথা না বলা, চুরি না করা, কাউকে দুঃখ না দেওয়া এগুলোই হল সুকর্ম। কিন্তু এখানে তো চিরকালের জন্য কর্মের বন্ধনের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকার থেকে মুক্তি পেতে হবে এবং বিকর্মের শিকড়কে নির্মূল করতে হবে। আমরা তো চাই যে এখন এমন বীজ বপন করা হোক যার থেকে ভালো কর্মের গাছ বের হবে। সেইজন্য মানব জীবনে নিজের কর্মকে জেনে শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। এরপর পরমাত্মাকে যে যতটা চিনবে ততই তাঁর নিকটে আসতে থাকবে। এইসব কথা পারব্রহ্মে থাকা পরমাত্মা, আতাল-পাতালের অপর পারে যিনি রয়েছেন, তিনি এসে শোনান। আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;